গ্রীন প্যাচেস

মহাকাশযানের ভেতর পিছলে ঢুকে পড়ল সে। ওরা ডজনখানেকের মতো অ্যানার্জি ব্যারিয়ারের অপেক্ষা করছিল, বোঝা যাচ্ছিল বাইরে অপেক্ষা করে লাভ নেই। এরপরেই দুই মিনিটের জন্য ব্যারিয়ার সরিয়ে নেয়া হল। এটাই দেখাল যে খণ্ডিত জীবনের তুলনায় সম্পূর্ণ জীবন উন্নত। এবং সে ঢুকে পড়ল।

অন্যরা এই সুবিধাটুকু এত দ্রুততার সাথে কাজে লাগাতে পারত না, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সে একাই যথেষ্ট। অন্যদের প্রয়োজন নেই।

চিন্তাটা সন্তুষ্টি থেকে মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে একাকীত্বের মাঝে অবস্থান নিতে শুরু করল। সম্পূর্ণ জীবনের বাইরে খণ্ডিত জীবন মানে হল অস্বাভাবিক এবং অসুখী জীবন। অথচ বাইরের ওই ভিনগ্রহীরা খণ্ডিত থাকে কী করে ?

ওই সব ভিনগ্রহীদের জন্য তার সহানুভূতি জাগল। এখন সে খণ্ডিত জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারছে, সে বুঝতে পারছে একাকিত্বই তাদেরকে এতটাই ভীত করে তুলেছে। তাদের কাজের ভেতর একাতিত্বের ভয়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। তাই কি এরা মহাকাশযান নামার আগে প্রায় এক মাইল বৃত্ত জুড়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ? এমনকি দশ ফুট মাটির নিচের জীবনও ধ্বংস হয়েছে ওই বিস্ফোরণে।

banglainternet.com

সে গ্রাহকযন্ত্র চালু করল, শুনতে লাগল ভিনগ্রহীদের কথা মনোযোগ দিয়ে। সে আনন্দিত হচ্ছিল তার বোধের ওপর জীবনের স্পর্শে। তাকে এই আনন্দের লাগাম ধরতে হবে। নিজেকে ভুললে চলবে না।

কিন্তু এদের চিন্তাধারা শুনতে তার কোনো ক্ষতি করবে না। মহাকাশযানের কিছু খণ্ডিত জীবের চিন্তাধারা খুবই পরিষ্কার, সম্ভবত এরা আদিম যুগের অসম্পূর্ণ জীব। তাদের চিন্তাধারা আবার ছোটো ছোটো বেলের মতো।

রজার ওন্ডেন বলল, 'আমি সংক্রামিত বোধ করছি। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি ? আমি বারবার আমার হাত দুটো ধুচ্ছি কিন্তু তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না।'

জেরি থর্ন নাটুকেপনাকে ঘৃণা করে আর সেই কারণেই সে চোখ তুলে তাকাল না। তারা তখনো সেব্রুক গ্রহের বায়ু স্তরে কাজ করে যাচ্ছিল এবং সে প্যানেল ডায়ালগুলোতে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'সংক্রামিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিছুই হয়নি।'

'আমার তা মনে হয় না', ওন্ডেন বলল। 'অন্তত তাদের সকল ফিল্ডম্যানরা ঢোকার আগে এয়ারলকে স্প্যাসস্যুট খুলে রেখে জীবাণুমুক্ত হয়ে আসছে। বাইরে থেকে আসার পর তারা প্রত্যেকের জীবাণুমুক্তির জন্য একটা রেডিয়েশন বাথ দিচ্ছে। আমার মনে হয় কিছু হবে না।'

'তাহলে এত ভয় কেন ?'

'আমি জানি না। আমার মনে হয় ব্যারিয়ারটা ভেঙে পড়েনি।'

'কেউ জানে না। ওটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র।'

'আমি আশ্চর্য হচ্ছি', ওন্ডেন যেন উদ্দীপ্ত। 'যখন ব্যাপারটা ঘটে, তখন আমি এখানে ছিলাম। আমার শিফট ছিল তখন। পাওয়ার লাইন ওভারলোড হবার কোনো কারণ দেখছি না আমি। যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকঠাক মতোই লাগান ছিল এবং কোনো কাজ হচ্ছিল না এর কাছে ! কোনো কাজ নয়।'

'বুঝেছি। মানুষগুলো বোকা।'

'অতটা বোকা নয়, বুড়োটা যখন চেক করছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম। কারো যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা ছিল না। আর্মর বেকিং সার্কিট যার ভেতর দিয়ে প্রায় দু'হাজার ওয়াট বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় সেটা ছিল ব্যারিয়ার লাইনের পাশেই। দুর্ঘটনার জন্যে তারা দ্বিতীয় ব্যবস্থাটা করে রেখেছিল সপ্তাহের জন্যে। এবার কেন রাখা হয়নি ? তারা কোনো কারণ দেখাতে পারেনি।'

'তুমি কি পারবে ?'

ওন্ডেন ততক্ষণাৎ বলে উঠল, 'না, আমি অবাক হচ্ছি যে মানুষ কি'—সঠিক শব্দের জন্য হাতড়াতে লাগল—'সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল। ওই সব বাইরের জিনিসগুলো দ্বারা।'

থর্ন চোখ তুলে তাকাল। 'আমি এ কথাটা আর কাউকে বলব না। ব্যারিয়ার নামান ছিল দুই মিনিটের জন্যে। এর ভেতর যদি কিছু ঘটে থাকে, এমনকি কোনো ঘাসের পাতা ঢুকে পড়ে তাহলে আধঘণ্টার ভেতর আমাদের ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষায় পাঠান হবে মাছি ভ্যানভ্যানানি কলোনিতে। আর ফেরার আগে দেখা হবে খরগোসদের মধ্যে এবং ছাগলদের মাঝে। এটা মাথায় ঢোকাও, ওন্ডেন, তাতে কিছুই হবে না। কিচ্ছু না।'

ওন্ডেন ঘুরে দাঁড়াল এবং ফিরে চলে গেল। ফিরে যাবার সময় ওর পা ওটার কাছ থেকে মাত্র দুই ফিট দূরে ছিল। জিনিসটা ছিল ঘরের এক কোণে। ও জিনিসটাকে দেখতে পায়নি।

সে তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়গুলোকে সক্রিয় করে তুলল এবং চিন্তাগুলো দূরে সরিয়ে দিল। এই খণ্ডিত জীবন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ, এগুলো জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে না। এমনকি এরা খণ্ডিত জীবনেও সম্পূর্ণ নয়।

অন্যান্য খণ্ডিত জীবন আবার অন্য রকমের। সে এদের সম্পর্কে সতর্ক। আকর্ষণটা যদিও মহান, তারপরেও কোনোভাবেই এই মহাকাশযানে জানান দেয়া চলবে না যে সে এখন ভেতরে আছে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজ গ্রহে অবতরণ করছে।

দৃষ্টি ফেরাল মহাকাশযানের অন্য অংশের দিকে, বিচিত্র জীবন দেখে সে পুলকিত হল। প্রতিটা জিনিস, সেটা যত ছোটোই হোক না কেন, স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজেকে চাপ সৃষ্টি করল এ ব্যাপারে ভেবে দেখার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

বেশিরভাগ চিন্তা সে অনুভব করল ছোটো খণ্ডিত জীবন থেকে তাহল অস্পষ্ট এবং ক্ষণস্থায়ী, অবশ্য এটাই আশা করা হয়েছিল। এর

banglainternet.com

চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না তাদের কাছ থেকে, তবে এটা প্রমাণ করে যে সম্পূর্ণতা প্রয়োজন এদের বেশি। এই ব্যাপারটাই তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল।

একটি খণ্ডিত জীবন গুটিসুটি মেরে ওটার উরুর মাংসের ওপর বসে আছে পাশের তারের জালে আঙুল স্পর্শ করে। ওটার চিন্তা পরিষ্কার তবে অপ্রতুল। প্রধানত ওর চিন্তা সীমাবদ্ধ রেখেছে অন্য আরেকটি খণ্ডিত জীবনের দিকে যে হলুদ একটি ফল খাচ্ছে। হলুদ ওই ফলটি সে গভীরভাবে চাচ্ছে। শুধুমাত্র তারের জাল ওটাকে আলাদা করে রেখেছে বলেই জোরপূর্বক ফলটাকে নিজের কব্জায় নিতে পারছে না।

এক মুহূর্তের জন্য সে তার চিন্তা বন্ধ করে দিল চমকের ফলে। এক খণ্ডিত জীবন কী খাবারের জন্য প্রতিযোগিতা করে !

তার বাড়ির শান্তি এবং সৌহার্দ্যের কথা ভাবল। কিন্তু ঘর তো তখন অনেক দূরে। সে তখন হাতের কাছে ধরতে পারবে শুধু অনস্তিত্ব যা তাকে আলাদা করে রেখেছে স্থিরতা থেকে।

মহাকাশযান এবং ব্যারিয়ারের মাঝখানে মৃত জমিকে সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করল। গতকাল রাতেও সে ওটার ওপর হামাগুড়ি দিয়েছে। না কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই সেখানে, তারপরেও নিজের গ্রহের মাটির মতো ওটা এবং ব্যারিয়ারের ওপাশে স্বস্তিকর ও সুশৃঙ্খল জীবন রয়েছে।

মহাকাশযানে কীভাবে এল সেটা তার মনে পড়ল। এয়ারলক খোলা পর্যন্ত সে সাকশেন গ্রিপটা ধরে রেখেছিল। ভেতরে ঢুকল, সাবধানে চলাফেরা করল। ভেতরে একটা ইমার লক ছিল এবং সে সেটা পেরিয়ে এসেছে পরে। এখন সে এখানে শুয়ে আছে, একটা খণ্ডিত জীবন হিসেবে ; অনড় এবং অসতর্কভাবে।

সতর্কতার সাথে আবার আগের দিকে নজর দিল। তারের জালের ভেতর খণ্ডিত জীবটা পাগল হয়ে উঠছে। ওটা অন্যের জন্য আরো খাবার চাচ্ছে, যদিও অন্য দুটোর চাইতে এটা কম ক্ষুধার্ত।

লারসেন বলল, 'ওকে খাবার দিয়ো না। ওটা ক্ষুধার্ত নয় ; ওটা কষ্ট পাচ্ছে কারণ টিলির খেয়ে ফেলার মতো স্নায়ু আছে এবং তার পেট

আগে থেকে ভরা। একটি আকুল আকাঙ্ক্ষী বানর। আমি আশা করি আমরা বাড়ি ফিরে যাব এবং আমি কখনোই আর একটিও প্রাণীর মুখ দেখব না।'

সে ভ্রুকুটি করে মেয়ে শিম্পাঞ্জিটির দিকে তাকিয়ে দেখল এবং শিম্পাঞ্জিটি খুব ভেংচাল তাকে তারপর কিচমিচ আওয়াজ তুলল একবার সামনে আবার পিছনে চলে গিয়ে।

রিযো বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখানে তাহলে পড়ে আছি কেন ? খাওয়ানোর সময় চলে গেছে। চল বেরিয়ে পড়ি।'

ওরা তারপর ছাগলের খোঁয়াড়ে গেল, খরগোসের খাঁচায় গেল, ধেড়ে ইঁদুরের খাঁচায় গেল ওগুলোকে দেখতে।

লারসেন বলল, তিক্ত গলায়, 'তুমি একটা মারাত্মক অভিযানে অংশ নিয়েছ। তুমি একজন হিরো। ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে একটা বক্তব্য দিয়ে—এবং তুমি একজন চিড়িয়াখানার রক্ষক।'

'ওরা তোমাকে দ্বিগুণ দিচ্ছে।'

'দিচ্ছে কিন্তু তাকে কী ? আমি টাকার জন্যে স্বাক্ষর করিনি। ব্রিফিং-এর সময় ওরা বলেছিল যে আমরা ফিরে নাও আসতে পারি আমাদের ভাগ্য সেক্রকের মতোও হতে পারে। আমি স্বাক্ষর করেছিলাম কারণ আমি জরুরি একটা কিছু করতে চাই।'

'উজ্জ্বল হিরো তাই না', রিযো বলল।

'আমি পশু নার্স নই।'

রিযো এক মুহূর্ত থেমে ধেড়ে ইঁদুরের খাঁচা থেকে একটা ইঁদুর তুলে নিয়ে ওটার গায়ে হাত বুলাতে লাগল। 'হেই, সে বলল, 'তুমি কী কখনো ভেবেছ যে এই ইঁদুরগুলোর কোনো একটা বাচ্চা হবে, মানে মাত্র শুরু হয়েছে ?'

'বিচক্ষণ ! প্রতিদিন ওদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই।' ও ছোটো প্রাণীটির মুখে কিছু একটা চেপে ধরল, ওটা তার দিকে কম্পিত নাক বাড়িয়ে শোঁকার চেষ্টা করছিল। 'কিন্তু এটা ধরো তুমি একদিন সকালে এসে দেখলে নতুন জন্মান প্রাণীগুলো ঘরের ভেতর। নতুন জন্মান ছোট ছোট ইঁদুরগুলো তোমার

banglainternet.com

দিকে নরম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যাদের চোখের বদলে দেখলে সেখানে রয়েছে সবুজ ফার্নের তাপ্পি।'

'চুপ করো,' লারসেন চিৎকার করে বলল।

'ছোট্ট নরম উজ্জ্বল সবুজ ফার্নের তাপ্পি,' রিযো বলল, এবং হাতের ইঁদুরটাকে নামিয়ে রাখল প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে।

সে আবার গ্রহণ করতে শুরু করল। এবার তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়েছে। তার গ্রহে এমন কোনো অসাধারণ খণ্ডিত জীবন নেই যার সাথে তুলনা করা যাবে মহাকাশযানে যেগুলো আছে।

বিভিন্ন আকৃতির প্রাণী আছে, কিছু কিছু সাঁতার কাটে, কিছু কিছু উড়ন্ত, সেগুলো বেশ বড় বড় এবং অল্প অল্প চিন্তাও করতে পারে। অন্যগুলো ছোট, স্বচ্ছ পাখার প্রাণী। শেষেরগুলোর অবশ্য অনুভূতি আছে, তবে ঠিক অনুভূতিটা নেই। নেই কোনো বুদ্ধিবৃত্তি।

আর আছে চলৎশক্তিহীন প্রাণী, অনেকটা নিজের গ্রহের চলৎশক্তিহীনদের মতো। ওগুলো সবুজ এবং বেঁচে থাকে বাতাস, পানি এবং মাটির ওপর। এদের কোনো মন নেই। এরা জানে শুধু অস্পষ্ট, অস্পষ্ট আলো, জলীয় বাষ্প এবং মাধ্যাকর্ষণ।

এবং প্রতি খণ্ডিত জীবনের, চলৎশক্তি এবং চলৎশক্তিহীন অনুকরণ আছে। এখন পর্যন্ত না। এখন পর্যন্ত না...

সে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকল। এর আগে, এই খণ্ডিত জীবনগুলো এল, কোনো কাজ হয়নি। এবার তাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

এই খণ্ডিত জীবগুলো অবশ্য তাকে খুঁজে পায় না।

তারা এখনো পারেনি। তারা এখনো তাকে পাইলট রুমের কোনায় শুয়ে আছে সেটা দেখতে পায়নি। কেউ তাকে এখন পর্যন্ত দেখতে পায়নি এবং ছুড়ে ফেলে দেয়নি। আগে, এটার মানে হল সে নড়াচড়া করছে না। কেউ একজন ইঞ্চি ছয়েক লম্বা পোকার মতো জিনিসটাকে দেখে ফেলবে। প্রথমে দেখবে, তারপর চেঁচামেচি এবং তারপর সব শেষ।

কিন্তু এখন, হয়তো তাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। টেক অফের অনেক দেরি আছে। কন্ট্রোল রুম লক করা ; পাইলটের রুমও খালি।

বেশিক্ষণ লাগল না খুঁজে পেতে একটা বর্মের মধ্যে ফাটল। সেই ফাটলের ভেতর বেশ কিছু তার ছিল। তারগুলো অবশ্য বিদ্যুৎহীন।

তার শরীরের সামনে উখার মতো জিনিসটা দিয়ে সঠিক বৃত্তে কেটে ফেলা হল দুটো তার। তারপর, ছয় ইঞ্চি পর আবার কেটে ফেলা হল। তারপর সেটাকে তার সামনে তারের স্তূপ থেকে সরিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় কোনাটায় সরিয়ে দেয়া হল। ওটার বাইরেরটা বাদামি ইলাস্টিক দিয়ে মোড়া এবং ওটার ভেতরটা চকচকে লাল। সে নিজে ভেতরটা তৈরি করেনি, অবশ্যই তার প্রয়োজনও নেই। আর যথেষ্ট পরিমাণে পাতলা চামড়ার ঝিল্লি দিয়ে তারটাকে মুড়ে দেয়া আছে। এবার সে ফিরে তাকাল তার পেছনে রাখা কাটা তারটির দিকে এবং সেটাকে আঁকড়ে ধরল। শক্ত করে চেপে ধরল এবং তার সাকসেশন ডিস্ক কাজ করতে শুরু করল।

এবার তাকে ওরা খুঁজে পাবে না। কেউ ওর দিকে সরাসরি তাকালেও ভাববে সেও তারেরই অংশ।

অবশ্য ওরা খুব কাছ থেকে দেখলে ওদের চোখ পড়বে কতগুলো তারের ছাপ। চোখ পড়বে নরম দুটো ছোট ছোট তালি গায়ে উজ্জ্বল রোঁয়া।

'সত্যি এটা অভূতপূর্ব,' ড. ওয়েইস বললেন, 'এই ছোট সবুজ চুলগুলো অনেক কিছু করতে পারে।'

ক্যাপ্টেন লরিং ব্রান্ডি ঢালছিলেন খুব সাবধানে। এবার এটাকে সজ্ঞানে উৎসবই বলা যায়। দুই ঘন্টার ভেতর ওরা হাইপার স্পেস জাম্পের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এবং তারপর দুই দিনের ভেতর পৃথিবীতে ফিরে যাবে।

'তুমি তাহলে বলছ, যে এই সবুজ রোঁয়াগুলো সংবেদনশীল অঙ্গ ?' জিজ্ঞেস করল।

banglainternet.com

'হ্যাঁ, ভাই,' ওয়েইস বললেন। ব্রান্ডি তাকে একটু একটু ধরেছে, তারপরেও উৎসবের মেজাজটা ঠিক রাখার চেষ্টা করছেন। 'একটু অসুবিধার ভেতর পরীক্ষাগুলো করতে হয়েছে, তারপরেও ওগুলো নির্ভরযোগ্য।'

ক্যাপ্টেন, শক্তভাবে হাসলেন, "একটু অসুবিধা" মধ্যে কথাটার কোনো মানে নেই। আপনি যেভাবে সুযোগটা নিয়েছেন, আমি হলে ওটা করতাম না।'

'কী সব বোকার মতো বলছেন। আমরা সবাই এই জাহাজের লোক, সকলে স্বেচ্ছাসেবক। আপনি তো এখানে আসার সুযোগটা নিয়েছেন।'

'আপনিই প্রথম ব্যারিয়ারের বাইরে গেছেন।'

'এতে কোনো আশংকা নেই', ওয়েইস বললেন।

'সামনে এগুনোর সময় জায়গাটা পুড়িয়ে নিয়েছি তারপর এগিয়েছি। এটা ঠিক যে আমার সাথে কোনো পর্টেবল ব্যারিয়ার ছিল না যা আমাকে ঘিরে রাখবে রক্ষাকবচ হিসেবে। যাক, ওসব বাদ দিন, ক্যাপ্টেন। ফিরে গিয়ে আমরা সকলেই মেডেল পাচ্ছি। শ্রেণীবিভাগের দরকার নেই। আর আমি একজন পুরুষ।'

'কিন্তু আপনি এখানে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ভরে ফেলেছেন।' ক্যাপ্টেনের হাতটা দ্রুত তার মাথার তিন ইঞ্চি ওপর দিয়ে চলে গেল। 'একজন মেয়ে যা করে থাকে, আপনি তাই-ই করছেন।'

ওরা পান করার জন্য একটু থামলেন।

'দেব ?' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলেন।

'না, ধন্যবাদ। আমি আমার কোটা ছাড়িয়ে গেছি।'

'তাহলে শেষ একটা হয়ে যাক মহাকাশ পথের উদ্দেশ্যে।' নিজের গ্লাসটা তুলে ধরলেন সেক্রুক গ্রহের দিকে। গ্রহটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, তবে ওটার সূর্যটাকে একটা তারার মতো দেখাচ্ছে ভিজিপ্লেটে। 'ছোট সবুজ রোঁয়ার উদ্দেশ্যে যা সেক্রুককে বিখ্যাত করেছে।'

ওয়েইজ মাথা নেড়ে বললেন, 'একটা ভাগ্যবান জিনিস। আমরা গ্রহটাকে অবশ্যই আলাদা করে ফেলব। নিষিদ্ধ করে ফেলব।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'এতে যথেষ্ট হবে না। একদিন হয়তো কোনো মহাকাশযান দুর্ঘটনায় পড়ে এখানে এসে নেমে পড়বে যারা সেক্রুকের কোনো তথ্য জানত না। যার ফলে সে বা তারা সেক্রুকের মতো মহাকাশযানটা ধ্বংস করবে না। তার বদলে ফিরে আসবে কোনো বসতিপূর্ণ গ্রহে।'

ক্যাপ্টেন বিষণ্ন গলায় বললেন, 'ওরা কি আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণ করতে পারবে ?'

'মনে হয় না। প্রমাণ নেই, অবশ্য। কারণটা হল ওদের গন্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের পুরো জীবনে কোনো যন্ত্রপাতির ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। যতদূর পর্যন্ত আমরা জানি, একটা পাথরের কুড়াল পর্যন্ত গ্রহে নেই।'

'আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। ও, হ্যাঁ, ওয়েইজ আপনি কি ড্রেকের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়েছেন ?'

'গ্যালকটিক প্রেসের লোকটা ?'

'হ্যাঁ। আমরা ফিরে যাবার পর সেক্রুক গ্রহের গল্প জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে। এবং আমি মনে করি না এটাকে বেশিমাত্রায় স্পর্শকাতর করা ঠিক হবে। আমি ড্রেককে বলে দেব গল্পটা লেখার সময় আপনার সঙ্গে আলাপ করে নিতে। আপনি একজন জীববিজ্ঞানী এবং তাকে বোঝাতে আপনি যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারবেন। পারবেন না ?'

'অবশ্যই পারব।'

ক্যাপ্টেন চোখ বন্ধ করে মাথা পিছনের দিকে হেলিয়ে দিল।

'মাথা ব্যথা করছে, ক্যাপ্টেন ?'

'না, বেচারা সেক্রুকের কথা ভাবছিলাম।'

banglainternet.com

মহাকাশযানটি সম্পর্কে সে ক্লান্ত হয়ে গেছে। অল্পক্ষণ আগেও তার ভেতরে একটা বেশ ভালো অনুভূতি ছিল, এবং সেটা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু একটা বিব্রত করতে চাইছে। এটা সতর্কতামূলক, এবং সে ব্যাখ্যার জন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান প্রাণীগুলো খুঁজে দেখল। মহাকাশযানটি একটি শূন্য মহাকাশের ভেতর দিয়ে ছুটে

চলেছে যাকে ওরা 'হাইপার স্পেস' হিসেবে চেনে। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমান প্রাণীগুলো সত্যিই বুদ্ধিমান।

কিন্তু–সে মহাকাশযান সম্পর্কে ক্লান্ত। এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। তবে এই খণ্ডিত জীবগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই দক্ষ, অবশ্য এটা ওদের অসুখী জীবনের একটা অংশ মাত্র। এরা শুধু মেশিন তৈরি এবং মহাকাশে খুঁজে বেড়ায়, খুঁজে বেড়ায়...

এই জীবগুলো, সে কখনোই জানে না যে তারা কী খুঁজে বেড়ায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সময়টা সে অন্য কাউকে দেবে। সে ভাবতে লাগল।

সম্পূর্ণতা !

এই খণ্ডিত জীবগুলোর সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। 'সম্পূর্ণতা' একটি দুর্বল শব্দ।

তাদের এই মূর্খতার জন্য তারা এর বিপক্ষে লড়াই করে। এর আগে এখানে আর একটি মহাকাশযান এসেছিল। প্রথম মহাকাশযানে বহু তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন খণ্ডিত জীব ছিল। ওগুলো ছিল দুধরনের, এক ধরনের ছিল জীবন ধারণে সক্ষম অন্য ধরনটি ছিল নির্বীজিত। (কতটা আলাদা এই দ্বিতীয় মহাকাশযানটি। তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন সবগুলো প্রাণীই নির্বীজিত, যদিও অন্য জীবগুলো, অস্পষ্ট চিন্তাকারী এবং চিন্তা না করে যে জীব, তারা সবই জীবন ধারণে সম্ভব। পুরোটাই আশ্চর্য ব্যাপার।)

প্রথম মহাকাশযানটি বিপুলভাবে স্বাগত হয়েছিল তাদের গ্রহে। সে এখনো মনে করতে পারে, প্রথম মানসিক ধাক্কাটা পেয়েছিল এই জেনে যে আগন্তুক জীবগুলো সবই ছিল খণ্ডিত এবং কোনোটাই সম্পূর্ণ নয়। ধাক্কাটাই সবাইকে সমব্যথি করে তোলে এবং সেই মতো কাজ করে তারা। এই কোনোভাবেই নিশ্চিত ছিল না এগুলো কীভাবে সমাজে গৃহীত হবে, তবে এর জন্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। প্রতিটি জীবনই ছিল পবিত্র এবং তাদের জন্য যেভাবেই হোক আলাদা করে রুম তৈরি করতেই হবে–সবার জন্য, সেই বড় তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন থেকে শুরু করে ছোট সবগুলো জীবের জন্যে।

তবে প্রথমে ওরা হিসেবে গোলমাল করে ফেলেছিল। তারা খণ্ডিত জীবগুলো চিন্তাভাবনাকে ঠিকমতো এনালাইজ করতে পারেনি। তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্নগুলো সতর্ক হয়ে গেল কী করা হচ্ছে তাদেরকে নিয়ে এবং ক্ষুব্ধ করেছে তাদের। অবশ্যই তারা ভয় পেয়েছিল ; অথচ তারা সেটা বুঝতে পারেনি।

তারা প্রথমে ব্যারিয়ার উন্নত করল তারপর নিজেদের ধ্বংস করে ফেলল মহাকাশযানগুলোকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অণুতে পরিণত করল।

বেচারা, খণ্ডিত জীব।

এবার, অবশ্য অন্যরকম হবে। এবার তারা রক্ষা পাবে। অবজ্ঞার হাত থেকে। জন ড্রেক কখনোই বেশি কথায় বলেনি, তারপরেও ফোটো-টাইপার হিসেবে নিজেকে নিয়ে সে প্রচণ্ড গর্ব বোধ করে। তার একটা ট্রাভেল-কিড মডেল আছে, যার মাপ সিক্স-বাই-এইট, গাঢ় প্লাস্টিকের পাত, অন্য প্রান্তে সিলিন্ডারের মতো স্ফীত অংশ বেরিয়ে আছে পাতলা কাগজের রোল ধরে রাখার জন্যে। ওটা একটা বাদামি চামড়ার ব্যাগে রাখা আছে যার সাথে একটা বেল্টের মতো দেখতে অদ্ভুত দর্শন একটা যন্ত্র রয়েছে যার মাধ্যমে কোমর এবং ছিপের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখা যায়। পুরো জিনিসটার ওজন এক পাউন্ডের কম।

ড্রেক ওটাকে দুহাতেই অপারেট করতে পারে। তার আঙুলগুলো খুব দ্রুত এবং সহজেই নড়েচড়ে বেড়ায়। ঠিক জায়গায় হালকাভাবে চাপ দেয় খালি জায়গায় এবং শব্দহীনভাবে লেখা বের হতে থাকে।

চিন্তিতভাবে সে গল্পের শুরুটার দিকে তাকাল, তারপর সে ড. ওয়েজের দিকে চোখ তুলে তাকাল। 'কেমন হচ্ছে ডক ?'

'শুরুটা ভালোই হয়েছে।'

ড্রেক মাথা নাড়াল। 'আমি ভেবে দেখছি সেক্রককে দিয়ে শুরু করলে ভালো হয়। তারা এখনো তার কোনো কাহিনী প্রকাশ করেনি। আমি যদি সেক্রককের আসল রিপোর্টটা পেতাম। কীভাবে সে এটা করল ?'

'আমি এটা বলতে পারি যে, সে এই রাতে সব-ইথারে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে। পাঠানো শেষ হলে পর সে মোর বন্ধ করে সম্পূর্ণ মহাকাশযানটিকে সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের ভেতর বাষ্পে পরিণত করেছে। সে নিজে এবং সকল ক্রুসহ।'

banglainternet.com

'একটা মানুষের মতো মানুষ। আপনি কী প্রথম থেকেই ছিলেন, ডক ?'

'না, প্রথম থেকে নয়,' শান্তভাবে ওয়েজ সংশোধন করে দিলেন। 'সেক্রুকের রিপোর্ট পাবার পর থেকে।'

পিছনের কথা ভেবে তার কোনো লাভ হল না। রিপোর্টটা পড়ল সে, বুঝতে পারল সেক্রুক যখন গ্রহে পৌছায় তখন ওটা ছিল কলোনি স্থাপনের জন্য উপযোগী জায়গা। অনেকটা পৃথিবীর মতো, পুরো গ্রহটাই তৃণভোজী প্রাণীতে সমৃদ্ধ।

শুধু ছোট সবুজ ফারগুলো ছিল। (সে প্রায়ই তার কথা এবং চিন্তায় ওই উক্তিটি ব্যবহার করে।) বিচিত্র। জীবন্ত কোনো প্রাণী চোখে পড়ল না তার। তার বদলে ছিল ওই ফার। এমনকি গাছপালা, প্রতিটি পাতায়, পাঁপড়িতে, দুটো ঘন সবুজ ছিল।

তারপর সেক্রুক আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে দেখেন যে এই গ্রহে খাদ্যের জন্য কোনো লড়াই নেই। প্রতিটি গাছে নরম উপাঙ্গ গজিয়ে উঠে যা প্রাণীগুলো খেয়ে থাকে। আবার ওগুলো গজিয়ে উঠে একঘণ্টার ভেতর। অন্য কোনো উদ্ভিদ ছোঁয়া হয় না। গাছগুলো প্রাণীদের খাদ্য দেয় প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে। এবং গাছগুলো অতিরিক্ত মাত্রায় জন্মায় না। নিশ্চয়ই এদের চাষ করতে হয়। গাছগুলো জমির উপর যত্রতত্র গজায় এবং সহজে আলাদা করা যায়।

কতটা সময় লেগেছে, ওয়েজ অবাক হলেন ভেবে, সেক্রুক কী এক বিচিত্র নিয়মগুলো দিনের পর দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করেছেন ?—আসল কথা হল পতঙ্গগুলো সব সময় নির্দিষ্ট পরিমাণে ছিল তবে কোনো পাখি ওদের খেত না : তীক্ষ্ণ দাঁতাল প্রাণীগুলোর অবস্থাও এক, তারপরেও থামানোর মতো কিছু ছিল না।

এবং তারপরই সাদা ইঁদুরের ব্যাপারটা চোখে পড়ল।

ওয়েইজকে ওটাই খোঁচা দিল। বললেন, 'একটা যোগসূত্র, ডেক। হেম্‌সটারই প্রথম প্রাণী নয়। সাদা ইঁদুরও ছিল।'

'সাদা ইঁদুর,' ডেক বলল, তার নোটে সংশোধন করে নিল।

'প্রতিটি কলোনাইজিং শিপে,' ওয়েইজ বললেন, 'একদল সাদা ইঁদুর নেয়া হয়েছিল ভিন্নজাতের খাবার পরীক্ষার জন্য। ইঁদুর অবশ্যই, খাবার পুষ্টির দিক দিয়ে মানুষের খুব কাছাকাছি আছে। স্বাভাবিকভাবে স্ত্রী সাদা ইঁদুর নেয়া হয়েছিল।

'স্বাভাবিক। এক জাতীয় নিয়ে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকেই না। মনে করে দেখুন অস্ট্রেলিয়ার খরগোস।'

'পুরুষ ইঁদুর নয় কেন ?' ডেক জিজ্ঞেস করল।

'স্ত্রী জাতীয়রা খুব সহিষ্ণু,' ওয়েইজ বললেন,

'ঘটনাটা ছিল সবটাই ভাগ্যের ব্যাপার। হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটা পাল্টে গেল যে, সবগুলো ইঁদুর গর্ভধারণ করে ফেলল।'

'ঠিক আছে। এবার আমি সোজাসাপ্টা কিছু জানতে চাই। আমার নিজের জন্যে জানতে চাই, ডক, সেক্রুক কীভাবে তথ্যটা বের করলেন ?'

'অবশ্যই হঠাৎ করে। খাদ্যের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে, ইঁদুরগুলোর ব্যবচ্ছেদ করা হত। তাদের অবস্থা জানাটা অবশ্যই জরুরি। কিছু ইঁদুর ব্যবচ্ছেদ করা হল। ফলাফল একই। সবগুলো ইঁদুর বাচ্চা প্রসব করল—কোনো পুরুষ ইঁদুর ছাড়াই।'

'এবং দেখা গেছে প্রতিটি বাচ্চা ইঁদুর চোখের কাছে সবুজ ছোপ নিয়ে জন্মাল।'

'ঠিক তাই। সেক্রুক তাই বলেছিলেন এবং আমরাও তাই সমর্থন করি। ইঁদুরের পর একটা বাচ্চা ছেলের পোষা বিড়ালও আক্রান্ত হল। জন্ম নেয়ার সময় ছানাগুলো চোখের বদলে ছোট সবুজ ফারের ছোপ নিয়ে জন্মেছিল। মহাকাশযানে কোনো পুরুষ বিড়াল ছিল না।'

'এবং তখনই সেক্রুক মহিলাদের পরীক্ষা করে দেখলেন। তিনি অবশ্য তাদের বলেননি কেন পরীক্ষা করছেন। তিনি তাদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছিলেন না। দেখা গেল প্রত্যেকে গর্ভধারণ করে আছেন। সেক্রুক অবশ্য কোনো বাচ্চা জন্মানোর অপেক্ষায় থাকেননি। তিনি জানতেন তাদের কোনো চোখ থাকবে না, বদলে সেখানে থাকবে সবুজ ফারের ছোপ।

'তিনি একটা ব্যাকটেরিয়া প্রস্তুত করেন (সেক্রুক ছিলেন একজন পুরাদস্তুর মানুষ) এবং অণুবীক্ষণের নিচে দেখলেন সব জীবাণুতে সবুজ স্পটে পূর্ণ।'

banglainternet.com

ড্রেক ব্যগ্র হয়ে উঠল। 'আমাদের ব্রিফিং-এর বাইরে বলি—কিংবা অন্তত যে ব্রিফিংটা আমি পেয়েছি। কিন্তু সেক্রুকের গ্রহে সব জীবন একক জীবন হিসেবে বিন্যস্ত, কীভাবে হল এটা ? কীভাবে ?'

'তোমার কোষগুলো কীভাবে একক জীবন হিসেবে বিন্যস্ত ? যে কোনো একটা কোষ এমনকি ব্রেনসেল নিলে কী হবে ? কিছু হবে না। একটা প্রোটোপ্লাজমের দলা মানুষের চেয়ে বরং অ্যামিবার ধারণ ক্ষমতা বেশি। কম ধারণ ক্ষমতা আসলে, বাঁচতে পারবে না। কিন্তু সেলগুলো একত্র করব, দেখবে ওটা একটা স্পেশশিপ কিংবা সিম্ফনি লিখে ফেলবে।'

'এবার আমি বুঝতে পেরেছি,' বলল ড্রেক।

ওয়াইজ বলে চললেন, 'সেক্রুকের গ্রহে সব জীবনই হল একক জীবন।'

'আরেকভাবে বললে, পৃথিবীর সব জীবনই তাই, তবে এটা লড়াই সাপেক্ষতা, কামড়া কামড়ি নির্ভরতা। ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন তৈরি করে ; উদ্ভিদ তৈরি করেন কার্বন ; জন্তু-জানোয়ার খায় উদ্ভিদ এবং নিজেদের। ব্যাকটেরিয়া আবার সেটা ভাঙে। এইভাব চক্রটা পূর্ণ হয়। প্রত্যেকেই যতটা পারে আঁকড়ে ধরে এবং নিজেরাও ধরে।'

'সেক্রুকের গ্রহে সব প্রাণেরই নিজেদের জায়গা আছে, যেমনটা আমাদের শরীরে প্রতিটা সেলের আছে। ব্যাকটেরিয়া এবং উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদন করে এর বাড়তিগুলো প্রাণীরা খায়, তার পরিবর্তে দেয় কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন বর্জ্য। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বা কম কিছুই উৎপাদিত হয় না। স্থানীয় আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবন বুদ্ধিমত্তার পরিবর্তন হয়। প্রয়োজনের তুলনায় জীব বেশি বা কম বংশ বিস্তার লাভ করে না, যেমনটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সেল তৈরি হয় না আমাদের দেহে। যদি বেশি তৈরি হয় তাহলে ক্যানসার তৈরি হয়। পৃথিবীর জীবনটা হল এমনই, জৈব সংগঠিত, তুলনা করা যায় সেক্রুকের গ্রহের সাথে। বিশাল এক ক্যান্সার। প্রতিটি প্রজাতি অন্য প্রজাতির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হতে চায়।'

'আপনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হচ্ছে সেক্রুকের গ্রহটা আপনার পছন্দ হয়েছে, ডক।'

'একদিক দিয়ে তাই। বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। তোমাদের প্রতি ওদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাচ্ছি। ধরো তোমার শরীরের একটা সেল বুঝল মানব শরীরের উপযোগিতা এবং নিজের, এও বুঝতে পারল যে একত্রিত হওয়াতে উচ্চতর প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। তারপর আরো ধরো, বুঝতে পারল বাইরের ফ্রি লিভিং সেল সম্পর্কে যারা কেবল জীবন ছাড়া বেশি কিছু না। এটা তখন প্রচণ্ডভাবে অনুভব করবে যে বাইরের ওই সেলগুলোকে সংঘবদ্ধ করতে। এতে তার দুঃখবোধ হবে, অনুভব করবে মিশনারি অনুপ্রেরণার মতো। সেক্রুকের গ্রহের জিনিসগুলো—জিনিসটা ; একটা একক হিসেবে ব্যবহার হত—ভাবছে এইভাবেই হয়তো।'

'কুমারী মাতৃত্ব ব্যাপারে কী বলবেন, ডক ? আমি সহজ এ্যাঙ্গেলে বলতে পারি। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে হয়েছে কি ?'

'এতে নোংরামির কিছু নেই, ড্রেক। একশো বছরের আগে থেকে আমরা সজারু জাতীয় প্রাণী, মৌমাছি, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীর ডিম থেকে পুরুষ ছাড়াই বাচ্চা ফুটাচ্ছি। সুচের মতো ছোঁয়া, কিংবা লবণের দ্রবণই যথেষ্ট। সেক্রুকের গ্রহের জিনিসগুলো নিষিক্ত করেছে হয়তো রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে। এই জন্যে শক্তির বাধা থামিয়ে দেয়, বাধা, বুঝেছ, কিংবা নিশ্চল করে দেয়।

'তারা শুধু এই জায়গাটায় উদ্দীপিত করে না তারা অনিষিক্ত ডিমও বৃদ্ধি করে। তারা নিউক্লিওপ্রোটিনের মাধ্যমে নিজেদের চারিত্রিক ছাপ ফেলতে পারে তাই নতুন বাচ্চারা জন্মেছে সবুজ ফারের ছোপ নিয়ে, যেটা এই গ্রহের সংবেদনশীল অরগান এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বাচ্চাগুলো নতুন এই প্রজন্ম আলাদা হিসেবে জন্মায়নি, তারা সেক্রুকের গ্রহের জীবনের অংশ হিসেবে জন্মেছে। গ্রহের জিনিসগুলো, প্রাসঙ্গিকভাবে নয়, যে কোনো প্রাণীকে গর্ভবতী করে—গাছ, প্রাণী কিংবা মাইক্রোস্কোপিক প্রাণকেও।'

'শক্তিশালী জিনিস', বিড়বিড় করে বলল ড্রেক। 'বেশ শক্তিশালী,'

ড. ওয়েইজ বললেন তীক্ষ্ণ গলায়। 'সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী। যে কোনো একটি অংশই শক্তিশালী। সময় দিলে, সেক্রুকের গ্রহের একটি

banglainternet.com

ব্যাকটেরিয়া পৃথিবীর সকল জীবনকে একক জীবনে পরিণত করে ফেলতে পারবে। আমরা পরীক্ষা করে এর প্রমাণ দেখাতে পারি।'

ড্রেক বলল অপ্রত্যাশিতভাবে, 'আপনি জানেন আমি সম্ভবত একজন মিলিয়নিয়ার, ডক। আপনি কী গোপন রাখতে পারবেন একটা ব্যাপার ?'

ওয়েইজ মাথা নাড়লেন হতবুদ্ধির মতো।

'আমি সেক্রুকের গ্রহের একটা স্যুভেনির পেয়েছি।'

ড্রেক বলল তাকে দাঁত বের করে। 'ওটা একটা নুড়িপাথর। কিন্তু গ্রহটা যখন প্রচার পাবে, সকল তথ্যসহ, তখন নুড়িটাই মানুষ এই গ্রহের জিনিস হিসেবে দেখতে পায়। কত দামে এটাকে বিক্রি করতে পারব বলেন ?'

ওয়েইজ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। 'একটা নুড়ি ?' তিনি জিনিসটা কেড়ে নিলেন, একটা শক্ত ডিম্বাকৃত বস্তু ! 'তুমি এটা করতে পার না, ড্রেক। এটা একেবারে রীতিবিরুদ্ধ হবে।'

'আমি জানি। তাই তো আমি আপনাকে ব্যাপারটা গোপন রাখতে বললাম। আপনি যদি একটা অথেন্টিকেশন নোট দিতে পারেন–কী হল, ডক ?'

জবাব দেবার বদলে ওয়েইজ কাঁপতে কাঁপতে দেখালেন। ড্রেক ছুটে গিয়ে নুড়িটার ওপর চোখ রাখল। যেমনটা ছিল তেমনটাই আছে।

শুধু নুড়িটার এক প্রান্তে তীর্যকভাবে আলো পড়াতে দেখা গেল ছোটো দুটো সবুজ ছোপ। কাছে থেকে দেখল ; ছোপ দুটো সবুজ চুলের মতো।

চিন্তিত হয়ে পড়ল সে। মহাকাশযানের ভেতরে নিশ্চিত বিপদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তার উপস্থিতি সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। কীভাবে হল ? সে তো এখনো কিছুই করেনি। তাহলে কি তার গ্রহে অন্য কিছুর উপস্থিতি রয়েছে এখানে ? জানা মতে এটা একেবারেই অসম্ভব, মহাকাশযানের ভেতর তেমন কিছু তো তার চোখে পড়েনি।

এবং তারপর সন্দেহটা হ্রাস পেতে লাগল, কিন্তু একেবারে দূর হল না। তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণীগুলো এখনো চিন্তিত এবং সত্যের খুব কাছেই চলে এসেছে। কতক্ষণে অবতরণ করবে ? তাহলে কী খণ্ডিত

জীব একটা গ্রহের জীবনের ঐক্য সম্পর্কে কিছুই জানে না ? সে সমাধানের শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছিল, কিন্তু ভয় পেতে লাগল ডিটেকশনের।

ড. ওয়েইজ নিজের রুমে আটকে রাখলেন নিজেকে। তারা ইতোমধ্যে সৌরজগতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আর মাত্র তিন ঘণ্টার ভেতর ওরা অবতরণ করবে। তাকে ভাবতে হবে। তিন ঘণ্টা সময় আছে তার হাতে সিদ্ধান্ত নেবার। ড্রেকের 'নুড়িটা' অবশ্য সেক্রুকের গ্রহের অর্গানাইজড জীবনের অংশ ছিল, কিন্তু ওটা ছিল মৃত। যখন ওটাকে প্রথম দেখেছিল তখনই মৃত ছিল, আর যদি না হয়েও থাকে এখন ওটার মৃত্যু হয়েছে তাদের হাইপার এটমিক মোটর দিয়ে ওটাকে একখণ্ড তাপে পরিণত করাতে। ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষা দেখাচ্ছে সবকিছু স্বাভাবিক যখন ওয়েইজ চিন্তিতভাবে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখলেন।

এটা অবশ্য ওয়েইজকে এখন আর ভাবাচ্ছে না।

এটা অবশ্য একটা নুড়ি সাধারণ জীব নয়, কিন্তু সেটা কি প্রমাণ করে এটা কোনো জীব নয় ? এটা নিশ্চয়ই গ্রহের একক জীব–দেখতে সাধারণ নুড়ির মতো, ক্ষতিকর নয়, সন্দেহাতীত। অন্য কথায় ছদ্মবেশ–একটা ধূর্ত এবং ভয়ঙ্করতম সাফল্যজনক ছদ্মবেশ।

অন্য কোনো প্রাণী কী ছদ্মবেশ ধরে ব্যারিয়ার টপকে মহাকাশযানে ঢুকে পড়েছে আবার সবকিছু ঠিক হবার আগে এরা সুন্দরভাবে মানুষের চিন্তাকে বুঝতে পারে কি ? ওটা কি পেপার ওয়েট রূপে রয়ে যায়নি তো ? ক্যাপ্টেনের চেয়ারের পেতলের কোনো অংশ হয়ে থাকেনি তো ? কীভাবে বের করা যাবে ওটাকে ? তারা কী সবুজ ফারের শত্রুকে খুঁজতে সম্পূর্ণ মহাকাশযানের সকল অংশে খুঁজে দেখবে–এমনকি ব্যক্তিগত মাইক্রোবেও খুঁজে দেখবে ?

ছদ্মবেশ কেন ? তাহলে কি ওটা কিছু সময়ের জন্য লুকিয়ে থাকতে চায় ? কেন ? তার মানে পৃথিবীতে নামার জন্য অপেক্ষা করছে ?

অবতরণের পর কোনো ইনফেকশনকে থামান যাবে না একটা মহাকাশযান ধ্বংস করে। পৃথিবীর ব্যাকটেরিয়া, মাটি, ইস্ট, প্রোটোজোয়াতে আক্রমণ করবে প্রথমে। বছর খানেকের ভেতর এদের সংখ্যা গণনার বাইরে চলে যাবে।

banglainternet.com

ওয়েইজ চোখ বন্ধ করে নিজেকে বোঝালেন ব্যাপারটা ততটা খারাপ হবে না। অসুখ বলে কিছু থাকবে না, ব্যাকটেরিয়া হোস্টের জীবনে বিস্তার লাভ করবে না, তবে তার পাওনাটা বুঝে নিবে কড়ায় গণ্ডায়। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হবে না ; মানুষ তার খাদ্য সরবরাহের সাথে সংগত রেখে নিজেদের মানিয়ে নিবে। কোনো যুদ্ধ থাকবে না, থাকবে না অপরাধ, থাকবে না হিংসা।

কিন্তু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য থাকবে না কোনো।

মানব জাতি নিরাপত্তা খুঁজে পাবে বাইয়োলজিক্যাল চাকার একটা খাজ হিসেবে। একজন মানুষকে ধরে নেয়া হবে একটা জীবাণু কিংবা লিভারসেল হিসেবে।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ক্যাপ্টেন লোরিং-এর সঙ্গে কথা তাকে বলতেই হবে। তারা তাদের রিপোর্ট পাঠাবে এবং মহাকাশযানটাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। যেমনটা সেক্রুক করেছিলেন।

তিনি আবার বসে পড়লেন। সেক্রুকের কাছে প্রমাণ ছিল, আর তার কাছে একটা ভীত মন এবং নুড়ি পাথরে সবুজ ছোপ ভয়ে কাঁপতে থাকা। তিনি কি পারবেন শুধুমাত্র একটা দুর্বল সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে একটা মহাকাশযানের দুশো মানুষকে হত্যা করতে ? তাকে ভাবতে হবে।

সে কাঁপছিল। অপেক্ষা করছে কেন সে ? সে যদি এখনই মহাকাশযানের জীবগুলোকে স্বাগতম জানাতে পারত। এখনই।

তারপরেও তার ভেতরের ঠাণ্ডা, আরো যুক্তিবাদী একটা অংশ জানাল যে সেটা হবার নয়। ছোটো ছোটো জীবগুলো পনেরো মিনিটের ভেতর তাদের নতুন অবস্থা প্রকাশ করল। এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন জীবগুলো সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখল ওগুলোকে। এমনকি নিজেদের গ্রহের এক মাইল দূরে থাকার পরও এটা করা যাবে না, এরা হয়তো নিজেদের ধ্বংস করে ফেলবে এবং মহাকাশযানটাকে মহাকাশে ছিটকে যাবে।

এর থেকে ভালো এয়ারলক খোলার অপেক্ষায় থাকা। গ্রহটার বাতাসে মিলিয়ন মিলিয়ন ছোটো ছোটো জীব আছে। তাদের এক

একজনকে অনন্ত জীবের অংশে পরিণত করতে পারলেই নতুন জীবনের অধীনে চলে আসবে সম্পূর্ণটা।

তারপর ওটা ঘটবে ! অন্য একটা গ্রহ সংঘবদ্ধ হবে, সম্পূর্ণ হবে !

সে অপেক্ষা করতে লাগল। ইঞ্জিনের ভোঁতা একটা শব্দ ভেসে আসছিল, কাজ করে যাচ্ছিল সাবধানে পৃথিবীতে যেন অবতরণ করতে পারে মহাকাশযানটি ; ঝাঁকুনি দিয়ে গ্রহের জমিতে অবতরণ করল, তারপর—

সে রিসেপশনে তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্নদের আনন্দ ধ্বনি শুনতে পেল এবং নিজেও আনন্দ ধ্বনির মাধ্যমে জবাব দিল। খুব শিগগিরই তারা ওর আনন্দ ধ্বনি শুনতে পাবে। হয়তো এই খণ্ডিত জীবগুলো নয় তবে যারা জীবের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সক্ষম তারা পারবে।

প্রধান এয়ার লক খোলা হবে এখনই—

এবং সকল চিন্তা থেমে গেল।

জেরি থর্ন ভাবল, দুস্তর, কিছু একটা সমস্যা হয়েছে।

সে ক্যাপ্টেন লোরিংকে বলল, 'দুঃখিত। পাওয়ার ব্রেকডাউন করছে। লক খুলছে না।'

'তুমি কী নিশ্চিত, থর্ন ? আলো কিন্তু জ্বলছে।'

'জ্বী স্যার, আমরা ইনভেস্টিগেটিং করছি।' সে এয়ার লক ওয়েরিং বক্সের কাছে দাঁড়াল রজার ওল্ডেনের কাছে গেল। 'সমস্যাটা কোথায় ?'

'একটা সুযোগ দেবে কি ?' ওল্ডেনের হাত ব্যস্তভাবে কাজ করে গেল। তারপর সে বলল, 'বিশ অ্যাম্পিয়ারের তারে ছয় ইঞ্চি তার কাটা।'

'কী ? কীভাবে হল ?'

ওল্ডেন কাটা তারটা তুলে ধরল। কাটা জায়গাটা একেবারে ধারাল।

ড. ওয়েইজ এসে তাদের সাথে যোগ দিলেন। তিনি খেপাটে দৃষ্টিতে তাকালেন, নিশ্বাসে ব্রান্ডির গন্ধ।

জড়িয়ে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে ?'

ওরা সব খুলে বলল। ঘরের এক কোণে হারান অংশটি পাওয়া গেল।

banglainternet.com

ওয়েইজ নুইয়ে বসলেন। ঘরের মেঝেতে একটা কালো টুকরো পড়েছিল। তিনি আঙুল দিয়ে স্পর্শ করতেই ওটা গুঁড়িয়ে গেল, হাতে ময়লার একটা ছাপ রেখে গেল। অন্যমনস্কভাবে হাতটা মুছে ফেললেন।

সম্ভবত হারান টুকরোটার জায়গায় কিছু একটা ছিল। কিছু একটা যার ছিল প্রাণ, দেখতে তারের মতো, হয়তো উত্তপ্ত হয়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে সেকেন্ডের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট যা নিয়ন্ত্রণ করত এয়ার লক, এতদিন বন্ধ ছিল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাকটেরিয়া কী অবস্থায় আছে?'

একজন ক্রু মেম্বার চেক করার জন্য গেল, ফিরে এসে বলল, 'সব স্বাভাবিক আছে, ডক।'

ইতোমধ্যে তার লাগান হয়েছে এবং এয়ার লক খুলে গেছে, ড. ওয়েইজ অরাজকতাপূর্ণ পৃথিবীর বুকে পা রাখলেন।

'অরাজকতা,' তিনি বললেন, হালকা হাসি মুখে। 'এবং ওই ভাবেই থাকবে।'

অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

banglainternet.com